খেলাধুলায় জেলাভিত্তিক আধিপত্য কি থাকবে

লিখেছেন **সজল জাহিদ**

শুধু ক্রিকেট বা মাশরাফি বিন মর্তুজা কেন? খেলাধুলায় আরও এক নামের সুবাদে নড়াইলকে চেনে সবাই। টেবিল টেনিসের জেলা নড়াইল। গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে টেবিল টেনিসের আধিপত্য ধরে রেখেছে তারা। নড়াইলের একটামাত্র টেবিলে বল পিটিয়ে পিটিয়েই হাত পাকিয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় সব টেবিল টেনিস তারকা। 'নড়াইল টেবিল টেনিস একাডেমী'র ছোট্ট একটা ঘরে পাতা আছে দেশের এতোগুলো খেলোয়াড়ের জন্ম দেয়া এই টেবিলটা। একাডেমীর আরও একটা টেবিল অবশ্য আছে কিন্তু সেটি পাততে গেলে ঘরে আর জায়গা থাকে না। অগত্যা এই এক টেবিলেই প্রতিদিন অনুশীলন করেন ৫০-৬০ জন খেলোয়াড়। দেশের সেরা টেবিল টেনিস খেলোয়াড়ের মর্যাদা পেয়েছেন বা সে মর্যাদা জয়ের অপেক্ষায় আছেন- এমন সবাইকেই ঘুরে-ফিরে আসতে হয় এই টেবিলের কাছে। এই টেবিল থেকেই উঠে আসেন বাংলাদেশের সেরা সব টেবিল টেনিস তারকা। ফলে দেশের শীর্ষস্থানীয় যেকোনো টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট মানেই নড়াইলের শ্রেষ্ঠত্ব। এটাই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। সদ্য শেষ হওয়া ২৭তম মেরিল জাতীয় টেনিসেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এ আসরের সিনিয়র-জুনিয়র সব বিভাগেই ছিল নড়াইলের আধিপত্য। ছেলে বা মেয়ে কোনো ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হয়নি। বিভিন্ন ক্লাব বা বাহিনীর হয়ে যারা নাম লিখিয়ে সাফল্য পেয়েছেন তাদের প্রায় সবার বাড়িও নড়াইলেই।

এ তো গেল টেবিল টেনিসে নড়াইলের আধিপত্যের কাহিনী। নড়াইলের মতো আরও কয়েকটি জেলার নামও করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট এক বা একাধিক খেলায় দেশের শ্রেষ্ঠত্ব জমা আছে আরো কয়েকটি জেলার পকেটেও। তবে খেলা বিশেষে জেলাভিত্তিক আধিপত্যের গৌরবগাথা কিন্তু কমতে শুরু করেছে। সাঁতার বা হকির পাশাপাশি ফুটবল বা ক্রিকেটেও জেলা পর্যায়ের আধিপত্য এক সময় চোখে পড়ার অবস্থায় ছিল। কিন্তু বিভিন্ন খেলায় জেলা পর্যায়ের এ আধিপত্যের দিন যেন শেষ হয়ে এল বলে। সাঁতারে কিশোরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কুষ্টিয়া বা পাবনা আর কথা বলতে চায় না। বিভিন্ন আয়োজনে তাদের প্রতিযোগীরা অংশ নেয়। কখনো সখনো সাফল্যও ছড়ায়। কিন্তু তাতে আগের সেই দ্যুতি যেন থাকে না। থাকে না আধিপত্যের দাপটও। অবশ্য ওই চার জেলার মধ্যে খানিকটা ব্যতিক্রম কুষ্টিয়া। সাঁতারে এখনো জেলাভিত্তিক একক আধিপত্য তাদের হাতের মুঠোয়। তবে সেখানেও আছে দৈন্যদশা। হকিতে সেই হারানো দিনে সন্ধান করতে হচ্ছে ফরিদপুর আর যশোর-সিলেট-দিনাজপুর জেলাকে। খেলাটা এখনো ঢাকার বাইরে যা খানিকটা টিকে আছে তাও ফরিদপুরের কারণে। কিন্তু যশোর, সিলেট বা দিনাজপুরে এ খেলায় এখন কবরের নিস্তব্ধতা। রামা লুসাই বা জুম্মুন লুসাইরা আর উঠে আসছেন না সিলেটের অজপাড়াগাঁ থেকে।

ক্রিকেটে তো চট্টগ্রামের আধিপত্য আরো আগেই শেষ হয়ে গেছে। এক সময় ক্রিকেটে বাংলাদেশের জাতীয় দল মানেই ন্যূনতম সাত থেকে আট জন খেলোয়াড় থাকত চট্টগ্রামের। শুধু চট্টগ্রামের বিপরীতে দেশের বাকি ৬৩টি জেলাকে আলাদা দাঁড় করিয়ে দিলেও জয় চলে যেত বন্দরনগরীর পক্ষেই। কিন্তু চট্টগ্রামের আকরাম খান, মিনহাজুল আবেদীন নান্নু, নূরুল আবেদীন নোবেল, জাহাঙ্গীর আলম দুলু, জাহিদ রাজ্জাক মাসুম বা নাসুরা যেন এখন অতীতের কায়া। ইতিহাস রচনা ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ নেই। আজকের নাফিস ইকবাল বা আফতাব আহমেদরা নান্নু-আকরামদের জায়গাটা দখলে নিতে পারেননি। চট্টগ্রামের জায়গাটা আর কেউ ঠিক ওভাবে নিতে পারেওনি। তাদের ধারেকাছেও ভিড়তে পারেনি কেউ। তবে এখন একটু আধটু কথা বলছে সিলেট বিভাগ। ক্রিকেটে আর কোনো জেলা দাঁড়াতে পারেনি। এক সময় ময়মনসিংহেরও সুনাম ছিল ক্রিকেটে। তারাও লালন করেতে পারেনি তাদের ঐতিহ্য। ফুটবল এবং হকির সাফল্যও সে সময় আন্দোলিত করত ময়মনসিংহকে। এখন শুধু ঐতিহ্যই তাদের সম্পদ। ঢেঁকুর তোলা ছাড়া যেন আর কিছু করার সুযোগ নেই।

ফুটবলে খুলনা বা নারায়ণগঞ্জের যে আধিপত্য ছিল, তারাও পতিতদের তালিকায় নাম তুলে নিয়েছে। আগেই হারিয়েছে তাদের ঐতিহ্য। নারায়ণগঞ্জ কেন আরেকজন মোমেন মুন্না বা চুন্নু'র জন্ম দিতে পারছে না? খুলনায় কেন জন্ম দিতে পারছে না কোনো রুমি, আসলাম বা সালাম মুর্শেদীদের। সে খবরও রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না কোনো কর্মকর্তা। কেন বারবার এমনটা হচ্ছে? আমাদের ঐতিহ্যগুলো লালন করার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা তো কেউ রাখতে পারছে না। সব কর্মকর্তাই ব্যস্ত ঢাকাকে নিয়ে। ঢাকায় একটা লীগ অথবা একটা টুর্নামেন্ট করতে পারলেই যেন সব করা হয়ে গেল। পথকলিদের লালন করার যেন কেউ নেই। তাতে করে নতুন খেলোয়াড় জন্ম নেয়ার প্রক্রিয়াও থেমে যাচ্ছে। কিন্তু এসব নিয়ে চিন্তা তো কাউকে স্পর্শ করে না।

টেবিল টেনিসে নড়াইলের জয়যাত্রা অব্যাহত গতিতেই চলছে। জাতীয় পর্যায়ে তো নড়াইলেরই আধিপত্য। নড়াইলের খেলোয়াড়রা নিজেদের জেলার পরিচয়ে যেমন বিভিন্ন টুর্নামেন্টে জিতছেন, তেমনি আবাহনী

এক সময় ক্রিকেটে বাংলাদেশের জাতীয় দল মানেই ন্যূনতম সাত থেকে আট জন খেলোয়াড় থাকত চট্টগ্রামের। শুধু চট্টগ্রামের বিপরীতে দেশের বাকি ৬৩টি জেলাকে আলাদা দাঁড় করিয়ে দিলেও জয় চলে যেত বন্দরনগরীর পক্ষেই। কিন্তু চট্টগ্রামের আকরাম খান, মিনহাজুল আবেদীন নান্নু, নূরুল আবেদীন নোবেল, জাহাঙ্গীর আলম দুলু, জাহিদ রাজ্জাক মাসুম বা নাসুরা যেন এখন অতীতের কায়া

বা বিমানের মতো ক্লাবে খেলেও তারা সাফল্যের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। এ সাফল্যের ধরনটা এমন যে, একই আসরের একই ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপসহ এর পরের জায়গাগুলোও নড়াইলবাসীর অধিকারে থাকে। দেখা যায় নড়াইলের পরিচয়ে যারা খেলছেন তারা শেষ হাসিটা হাসতে পারছেন না। আবার লড়াইলকে হারিয়ে যে দলটি সাফল্য কুড়িয়ে নেয় তার সব খেলোয়াড় নড়াইলেরই আবিষ্কার। ছেলে বা মেয়েদের যেকোনো ইভেন্টে একই চিত্র। দেশের সেরা ক্লাব আবাহনী বা বিমান টেবিল টেনিসেও সেরা দল গড়ে সব সময়। এ দুই ক্লাবেও নড়াইলের ছেলে এবং মেয়েদের রাজত্ব। বিমান বা আনসারের এই সাফল্যের পেছনেও নড়াইলের খেলোয়াড়দেরই ঘাম আর শ্রমের বিনিয়োগ বেশি। শুধু ঘরোয়া আসরেই নয়, টেবিল টেনিসে বাংলাদেশের হয়ে বিদেশী কোনো আসরে অংশগ্রহণ মানেই সেখানে নড়াইলের আধিপত্য থাকবে। এই যেমন গত বছর হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত এশিয়ান জুনিয়রে বাংলাদেশের চার প্রতিযোগীর সবাই ছিলেন নড়াইলের। নড়াইলে যারা টেবিল টেনিস খেলেন তাদের একটা সমিতি আছে। সমিতিতে খেলোয়াড়রা সবাই নিয়মিত চাঁদা দেন। সামান্য সেই চাঁদার পয়সায় টেবিল টেনিসের বল-ব্যাট কেনা হয়। অবশ্য বাড়তি কোনো খরচ না থাকায়ই খেলাটা চালিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে নড়াইলের মতো মফস্বল শহরে। প্রতিবার প্রতিটি প্রতিযোগিতায় নড়াইল ভালো করে বলেই টেবিল টেনিস ফেডারেশনেরও সুনজর আছে এ জেলার ওপর। কিন্তু সেই সুনজরের হিসাবও অনেক সময়ই মেলানো যায় না।

কেউ কেউ বিতর্কের খাতিরে বলতে পারেন, খেলাধুলা নির্দিষ্ট কোনো জেলায় আবদ্ধ না হওয়াই তো ভালো। হ্যাঁ, তাদের কথাও ঠিক। কিন্তু একেকটি খেলায় আমরা যখন দিনকে দিন পিছিয়ে পড়ছি তখন যারা উৎসের জন্ম দিচ্ছে তাদের ধরে রাখাই কি আমাদের কাজ নয়? না কি সেটি হওয়া উচিত নয়? এতে আর কিছু না হোক খেলাটা আমাদের এখানে টিকে থাকতে পারত। চট্টগ্রামে ক্রিকেট বা ফুটবলের ঐতিহ্য ক্ষুণ্ন হয়ে তা দেশের অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে- এ কথা যারা বলেন প্রধানমন্ত্রীর কথার প্যারোডি করতে হয় তাদের নিয়ে, ‘তারা হয় পাগল না হয় ফেরেস্তা’। নির্দিষ্ট কোনো খেলাধুলায় স্রোতের উৎসমূলের জন্যে হলেও আমাদের জেলা পর্যায়ের দিকে তাকাতে হবে। তাকাতে হবে নড়াইলের মতো জেলার টেবিল টেনিসের দিকে। ফেডারেশনগুলোরও এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয়ার সুযোগ আছে। নড়াইলকে যদি অন্য আট-দশটা জেলার মতো করে টেবিল টেনিস ফেডারেশন বিবেচনা করে তবে সেটি খুব বড় অন্যায় হবে। একইভাবে সাঁতারে কুষ্টিয়াকে আলাদা করে বিবেচনা করতেই হবে সাঁতার ফেডারেশনকে। না হলে বঞ্চিত করা হবে আরেকটি উৎসকে। ক্ষয় করা হবে টেবিল টেনিস এবং সাঁতারের মতো খেলাকে। একইভাবে ফুটবলে নারায়ণগঞ্জ বা খুলনার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্যেও ফুটবল ফেডারেশনকে খাটতে হবে। হকিতে সিলেট আর যশোরকে এগিয়ে আনার কাজটা করতে পারে হকি ফেডারেশন। ক্রিকেটে চট্টগ্রামকে প্রাধান্য দেয়ার পাশাপাশি সিলেটের কয়েকটি জেলা, ঐতিহ্যের আলোয় উদ্ভাসিত থাকা ময়মনসিংহ বা উদীয়মান রাজশাহীকেও আলাদা করে বিবেচনা করতে হবে। অবশ্য ক্রিকেটে বাড়তি যত্নের খুব কম দরকার আছে। কারণ ক্রিকেটে এখন যে পরিমাণ টাকা তাতে এমনিতেই লোকেরা ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকে আছে।